তারিখ 25 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

অভিমত

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপেঃ এই বৈষম্যের অবসান ঘটান

নামে সরকারি কলেজ হলেও অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত এর শিক্ষকরা। সবচেয়ে বেশি অবহেলিত যারা মফঃস্বলে থাকেন সবাই একই নিয়োগ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সরকারি কর্মকমিশন দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত বা তাদের চাকরি বৈধকরণ করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো, এইসব শিক্ষক দু'টি শ্রেণীতে আজ বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। ঢাকা বা তার আশপাশে যাতায়াত সুবিধা নিয়ে যারা থাকেন তারা একটা শ্রেণী, অন্যরা মফঃস্বল কলেজে থাকেন এরা। প্রথমোক্ত শ্রেণীকে বলা যায় শিক্ষক হয়েও 'এলিট', অন্যরা যেন মফঃস্বলে পচে মরছেন দিনের পর দিন। বলা বাহুল্য, সরকারি চাকরি বিধি অনুসারে সরকার যাকে যে কলেজে পোস্টিং দেবেন, তিনি সেই কলেজেই থাকবেন। এ-ও একটি প্রথা যে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এদের পোস্টিং দেয়া উচিত। অর্থাৎ বদলী করা উচিত। কিন্তু না, দুঃখজনক হলো ঢাকায় যারা থাকেন তারা এতই এলিট যে কখনো বদলী হয়ে মফঃস্বলে যান না। তাদের যেতে হয় না। গেলে বড় জোর ৬ মাস/১ বছর থাকেন। প্রশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত প্রভাবশালীর খুঁটির জোরে রাজধানীর সরকারি কলেজের এই শিক্ষকরা দিনের পর দিন এখানে থেকে যেতে পারছেন। শোনা যায় এদের একটি অলিখিত 'চক্র' আছে।

প্রশাসনের হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে ওঠাবসা বা লিয়াজোঁ রেখে ঢাকায় বছরের পর বছর থেকে যাচ্ছেন। অথচ মফঃস্বলের অনেক কলেজে অসংখ্য দক্ষ শিক্ষক হতাশায় ভুগে রয়ে গেছেন। এদের কেউ কেউ আবার উচ্চ শিক্ষা যেমন পিএইচডি বা সমপর্যায়ের শিক্ষায় অতিশিক্ষিত। কিন্তু ঢাকায় যৌক্তিক কারণ থাকা সত্ত্বেও তারা আসতে পারছেন না- ঢাকার এলিট শিক্ষকদের দৌরাত্ম্যে। অথচ ঢাকার কোনো কোনো কলেজে নাকি বিভিন্ন বিভাগে অনার্স বা এম, এ শ্রেণীতে পড়াবার মতো প্রকৃত যোগ্য শিক্ষক নেই- যারা মেধাবী উচ্চ শিক্ষিত। ঢাকার বেশিরভাগ কলেজ আবার মহিলা শিক্ষকদের দ্বারা পূর্ণ। এদের অধিকাংশই অদক্ষ, ঠিকমতো পড়াতে পারেন না, এমনো দেখেছি বলা প্রয়োজন, মহিলা শিক্ষক মাত্রই খারাপ পড়ান এমন নয়, সংখ্যাধিক্যের ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে যোগ্যতার পরিবর্তে এরা ব্যক্তিগত যোগাযোগের কারণে বছরের পর বছর ঢাকায় থেকে যাচ্ছেন, এই কলেজ থেকে সেই কলেজে- এইভাবে।

স্বৈরশাসকের আমলে এই ঢাকায় থাকার ব্যাপারটি এতই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো রাজধানীর অনেক শিক্ষককে গত ৯ বছরে একবারও ঢাকার বাইরে বদলী হতে হয়নি। কিন্তু এখন দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশা, ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের শিক্ষকদের মধ্যে এই বদলীজনিত যে বৈষম্য চলছে বছরের পর বছর, তার অবসান ঘটাবে এই সরকার। যোগ্য, বিশেষত উচ্চশিক্ষিত যে সব শিক্ষক যৌক্তিক কারণে ঢাকায় আসতে চান, তাদের এই শহরে বদলী হবার সুযোগ করে দেবেন। স্বাভাবিক বদলীজনিত বিধি হিসেবেও এরা ইচ্ছুক হলে ঢাকায় যাতে আসতে পারেন, সে ব্যাপারেও সরকারের দৃষ্টি দেয়া উচিত। আর বছরের পর বছর যারা রাজধানীতে রয়েছেন তাদেরও উচিত ঢাকার বাইরে পোস্টিং দেয়া, যাতে বৃহত্তর বাংলাদেশকে চিনতে পারেন তাঁরা।

মানব সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণের নীতি হিসেবেও এই বদলী করা যেতে পারে। মূলকথা, বৈষম্য নয়, বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নয়, সব শিক্ষকের প্রতি চাই সমদৃষ্টি।

জনৈক শিক্ষকের সন্তান-
আমিনুর রহমান,
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।